তারিখ 18 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

যুগান্তর

ইউজিসির অভিযান

'জঙ্গিবাদী' বইয়ে সয়লাব মানারাতের লাইব্রেরি

তিন ছাত্রীকে সাময়িক বহিষ্কার

যুগান্তর রিপোর্ট

মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (এমআইইউ) লাইব্রেরিতে বিপুলসংখ্যক ইসলামী বই। এসব বইয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স-কারিকুলামের কোনো সম্পর্ক নেই। বেশির ভাগ বই জামায়াতপন্থী ও বিতর্কিত ব্যক্তিদের লেখা। বিশ্ববিদ্যালয় হলেও প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় মাদ্রাসার ধ্যান-ধারণায়। ছেলে-মেয়েদের ক্লাস ও পরীক্ষা হয় আলাদা কক্ষে। এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের (বিওটি) সদস্যদের মধ্যে

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জামায়াতপন্থীরাও রয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) জঙ্গিবিরোধী তিন সদস্যের কমিটি বুধবার আকস্মিক অভিযান চালিয়ে এ চিত্র দেখতে পায়। পরিদর্শন শেষে কমিটির একাধিক সদস্য বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হয় ভিন্ন ধ্যান-ধারণায়। লাইব্রেরির ইসলামী বইগুলো জঙ্গিবাদ ও জিহাদি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মতো। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান বলেছেন, তাদের লাইব্রেরিতে নিষিদ্ধ কোনো সংগঠনের বই নেই। ছেলে-মেয়েদের রেফারেন্সে ব্যবহারের জন্য ইসলামবিষয়ক বিভিন্ন কোর্সের বই তারা লাইব্রেরিতে রেখেছেন।

ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক আখতার হোসেন খানের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এতে সংস্থাটির উপপরিচালক জেসমিন পারভীন ও উপসচিব শাহীন সিরাজ ছিলেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শাহীন সিরাজ যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে দু'বার গেলাম। এর আগে একদিন সকাল পৌনে ৮টায় গিয়ে বাইরের পরিবেশ দেখে আসি। আমাদের কাছে তথ্য ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কথিত বড় ভাইয়েরা লিফলেট বিতরণ ও রিক্রুটমেন্টের কাজ করেন। আর বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গুলশান ও মিরপুরের প্রধান ক্যাম্পাসে যাই। সেখানকার পরিবেশ দেখে তাজ্জব হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এটি মাদ্রাসার কনসেপ্টে চলছে। ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা কক্ষে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। সেখানে সরকারবিরোধী মতাবলম্বীদের ছড়াছড়ি। উগ্র মতবাদে দীক্ষিত হওয়ার মতো বই আছে।'

টিমের সদস্যরা জানান, মঙ্গলবার জঙ্গি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন ছাত্রী পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পরই তারা আকস্মিক এই অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। টিমের সদস্যরা ধরা পড়া তিন ছাত্রীর বিস্তারিত তথ্য নেন। গুলশান প্রধান ক্যাম্পাসে ইংরেজি ও বিজনেস স্টাডিজ বিভাগ আছে। কিন্তু সেখানকার লাইব্রেরিতে ইসলামবিষয়ক এমন সব বই পাওয়া গেছে, যা এই দুই ডিসিপ্লিনের কোনো কোর্সের সঙ্গে প্রযোজ্য নয়। সেসব কোরআন-হাদিস বা বরেণ্য আলেমদের লেখা কোনো বইও নয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি চলছে স্কুলের ক্যাম্পাসে। ৭০ জন স্থায়ী শিক্ষক আছেন। তাদের ৬০ জনই জুনিয়র। এত জুনিয়র দিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকরভাবে চলা কঠিন। বিওটি সদস্যদের অনেকে জামায়াতপন্থী। সেখানকার পরিবেশ দেখে মনে হয়েছে, সরকারবিরোধী তৎপরতা চলে।

টিমের সদস্য জেসমিন পারভীন সাংবাদিকদের বলেন, লাইব্রেরিতে প্রচুর ধর্মীয় বই রয়েছে। সিলেবাসের বাইরের বই, যা কোর্স-কারিকুলামের সঙ্গে মেলে না। শাহীন সিরাজ বলেন, আমরা আরেকদিন বিশেষজ্ঞসহ পরিদর্শনে যাবো। তারা এসব বই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন যে, তা জঙ্গিবাদে উৎসাহিত করে কিনা। তিনি আরও বলেন, আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে আটক তিন ছাত্রীর বিষয়েও আমরা তথ্য নিয়েছি।

জানা গেছে, অভিযানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কোরবান আলী, ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ও ডিন ড. সিরাজউদ্দৌলা শাহীনসহ কয়েকজনকে ইউজিসির টিমের সদস্যরা পেয়েছেন। ড. সিরাজ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান ক্যাম্পাসের বাইরে ছিলেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান বুধবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, 'ইউজিসি টিমের এটা আকস্মিক অভিযান ছিল। আমি না জানায় ক্যাম্পাসের বাইরে কাজে ছিলাম। আমাদের বিভিন্ন বিভাগে ইসলামবিষয়ক একাধিক কোর্স পড়ানো হয়। লাইব্রেরিতে সেসব বই রাখা আছে। টিমের সদস্যরা তা-ই পেয়েছেন। আমরা মওদুদী বা জামায়াতে ইসলামীর কোনো নেতার বই রাখি না। নিষিদ্ধ কোনো দলের বইও নেই।

শিক্ষার্থীদের আলাদা পাঠদান ও পরীক্ষা নেয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, শুধুমাত্র বিবিএতে ছেলে-মেয়েদের আলাদা পড়ানো হয়। এটা অভিভাবকরাও পছন্দ করছেন। বাকি বিভাগে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। আমরা সরকারের সব নিয়ম মেনে চলি।'

তিন ছাত্রী বহিষ্কার : এদিকে রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভার্সিটিতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী মনিটরিং সেলের সভা বুধবার গুলশান ক্যাম্পাসের কর্ডোভা হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে আটক ৩ ছাত্রীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। তারা হলেন— খাদিজা পারভীন মেঘলা, ইসরাত জাহান মৌ এবং আকলিমা রহমান মনি। আগামী সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় সাময়িক বহিষ্কৃত ওই তিন ছাত্রীর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সভায় সর্বসম্মতিতে সব ধরনের জঙ্গি তৎপরতার তীব্র নিন্দা জানানো হয়।